গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: **সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ৩য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মাননীয় মন্ত্রী; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	২৮ জুলাই ২০২২, বিকাল ০৩.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভাপতির অনুমতিক্রমে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিশেষত ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিগত বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে করণীয় কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, এ বিষয়ে গত ১৯ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে নির্দেশনার আলোকে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আজকের এ সভা আয়োজন করা হয়েছে। এপর্যায়ে তিনি সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য সভার সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সম্মানিত সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোতে মশাবাহিত রোগ বিশেষ করে এডিস মশাবাহিত রোগ তথা ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দীর্ঘকাল ধরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে যখন ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন থেকেই এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডেঙ্গু সমস্যা নিরসনকল্পে করণীয় কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে এ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সফলতার সাথে ভূমিকা পালন করছে। পরবর্তীতে ২০২০ এবং ২০২১ সালে একই ধারা অনুসরণ করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিরসনকল্পে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। মশক নিধনের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জনসচেতনতা তৈরি করা। এ লক্ষ্যে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ২০১৯ সাল থেকে জনসচেতনতামূলক TVC প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে চলতি বছরের এ পর্যন্ত সাফল্যের সাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো রয়েছে। তিনি এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রজাতির মশা যেমন কিউলেক্স মশা ও এনোফিলিস মশার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের জন্যও সিটি কর্পোরেশনসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মশকের কীটনাশক আমদানির ক্ষেত্রে Monopoly

Business দূর করা হয়েছে। তিনি Over The Counter ক্রয়ের মাধ্যমে কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় মন্ত্রী সভাকে জানান যে, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে মশকের উৎসস্থল সনাক্ত করতে হবে এবং মশকের বংশবিস্তার রোধে বাসা বাড়ির অভ্যন্তরে, নির্মাণাধীন ভবনে বা ভবনের ছাদে বা আঙ্গিনায় জমা পানি রাখা হতে বিরত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত লিফলেট বিতরণ, মাইকিং করা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ছাদবাগানের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ছাদবাগান করা হলে কতিপয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ছাদবাগানে টবে/ড্রামে যাতে পানি জমে না থাকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে এডিস মশার প্রজননের ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এপর্যায়ে তিনি এশিয়ার কয়েকটি দেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও ভারতসহ অন্যান্য দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক কম। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তথা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজকের এ সফলতা অর্জিত হয়েছে।

১.৩ এপর্যায়ে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকীকে ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের আহবান জানান। তিনি ২য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

১.৪ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা, নিবিড় তদারকি এবং সঠিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মশক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫ টি ওয়ার্ডে প্রতিদিন ১০৫০ জন কর্মী মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০২২ সালে এডিস ও কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কীটনাশকের মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া আঞ্চলিক পর্যায়ে সকল অংশীজনদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষজ্ঞ দ্বারা অঞ্চল ভিত্তিক মশক কর্মীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে মশক নিধনের সকল কার্যক্রম সরাসরি মনিটরিং করা হচ্ছে। মশক নিধনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সম্পৃক্তকরণের জন্য নিয়মিত লিফলেট বিতরণ, মাইকিং করা, ইমামদের মাধ্যমে এ বিষয়ে বার্তা দেয়া, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত মশক কর্মী দিয়ে সকালে জিংগেল বাজিয়ে লার্ভিসাইড এবং বিকালে এডাল্টিসাইড প্রয়োগ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ডেঙ্গু রোগীর তথ্য অনুযায়ী যেসকল এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে সকল এলাকায় ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা সংগ্রহ করে ঐ সমস্ত রোগীর বাড়িতে বিশেষ চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং মশার উৎসস্থল ধ্বংস করা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাহী মাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা করা হচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, রাজধানীতে যেসকল জায়গায় ছাদবাগান রয়েছে সেগুলো নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে না ফলে সেখানে টবের পানিতে লার্ভা জন্মাচ্ছে, এ ব্যাপারে নিয়মিত জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। মেয়র সভাকে জানান যে, ২০২১ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল মোট ২১২২ জন এবং জুলাই মাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬০২ জন তবে ২০২২ সালে জুলাই মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হয়েছে ৩০৮ জন। সর্বোপরি, তিনি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি আবাসন নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনাক্তকৃত রোগীর বাসস্থানের সঠিক ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সরবরাহ করাসহ ডেঙ্গু মোকাবেলা একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

১.৫ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম সভাকে জানান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধনে পর্যাপ্ত কীটনাশকের মজুদ রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ১০ (দশ) টি এলাকায় ১০ (দশ) টি ড্রোন উড়িয়ে নিয়মিত ছাদবাগানগুলো মনিটরিং করা হচ্ছে। যেসকল ছাদবাগানে ফুলের টবের পানিতে লার্ভা জন্মাচ্ছে সেখানে মশকের উৎসস্থল ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিশেষ চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং নির্বাহী মাজিস্ট্রেট দ্বারা মোবাইল কোর্টের আওতায় জরিমানা করা হচ্ছে। তিনি এ পর্যায়ে সিভিল এভিয়েশনের আওতাধীন এলাকায় বিমানের পরিত্যক্ত চাকা, রেলস্টেশনের ওয়াগণ, থানার সামনে রক্ষিত আলামতের/ পরিত্যক্ত গাড়ী ইত্যাদির স্থিরচিত্র তুলে ধরেন যেখানে মশা বংশবিস্তার করছে। তিনি বলেন, এ সকল এলাকায় অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার কারণে এডিস মশার প্রজনন বেশি হয় এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ সকল এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম করতে গিয়ে বাঁধার সম্মুখীন হয়। তিনি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং তাদের আওতাধীন এলাকাসমূহে এডিস মশা নিধনে আরোও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন, বাসা-বাড়িতে এডিস মশার প্রজননস্থলসমূহ সনাক্ত করে প্রজননস্থল অপসারণের জন্য ওয়াসার পানির মিটার এবং পানি অপসারণ অযোগ্য স্থানসমূহে দানাদার কীটনাশক/ ট্যাবলেট নোভাউরণ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া এডিস মশা নিধনে ফ্রান্সের তৈরি Mosquito Trap বসানো হয়েছে যা ৮০ sqmeter জায়গা পর্যন্ত কার্যকর। তিনি আরোও বলেন, এডিস মশা নিধনের কার্যক্রম হিসেবে বাসাবাড়ি এবং যেকোনো স্থাপনার সামনে মশার উৎসস্থল ধ্বংসের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ একটি সাইনবোর্ড লাগানো যেতে পারে, যার ফলে মানুষের মধ্যে অধিক সচেতনতা তৈরী হবে। এ ব্যাপারে তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

১.৬ মেয়র, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মশক নিধনে পর্যাপ্ত পরিমাণ কীটনাশকের মজুদ রয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ, মাইকিং ও প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরোও বলেন, ডেঙ্গু নিরসনকল্পে চট্রগ্রাম মহানগরীকে ৬ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ টি সাবজোনে ভাগ করা করে কর্মকর্তা ও কাউন্সিলরদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া যেখানে ১৫০০ জন আরবান ভলেনটিয়ার/স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে যারা প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ৭ দিনের Crush Program চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক ডেঙ্গু রোগীর তথ্য সংগ্রহ করে রোগীর বাসস্থান চিহ্নিতপূর্বক সেসকল স্থানে সিটি কর্পোরেশন হতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

১.৭ সচিব, জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি জানান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, আবাসনের ঝোপঝাড়, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে। সরকারি আবাসনসমূহে ফগার স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, নির্মানাধীন সাইটে ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। তিনি আরোও বলেন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক "ডেঙ্গু প্রতিরোধ সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম" নামে একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত পোঁটালে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি পেইজ খোলা হয়েছে।

১.৮ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোসলেহ উদ্দীন আহাম্মদ, গণপূর্ত অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে তাদের আওতাধীন সকল দপ্তর, আবাসনে ডেঙ্গু নিধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন আবাসিক, অনাবাসিক, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ঢাকা নগরীতে এলাকাভিত্তিক ৮টি সার্কেলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী আবাসনসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সকল প্রকার মনিটরিং কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা হচ্ছে।

১.৯ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ. এইচ. এম গোলাম কিবরিয়া বলেন, বিগত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগিতা নিয়ে তারা একটি মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং আওতাভূক্ত আবাসিক এলাকাসহ তাদের অধিক্ষেত্রে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১.১০ নির্বাহী পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বলেন যে, তাদের অধিক্ষেত্রে প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত লার্ভিসাইড এবং বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত এ্যাডাল্টিসাইড প্রয়োগ করা হচ্ছে। মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা নেয়া হবে এবং বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে নির্মাণাধীন ও পরিত্যক্ত জায়গা যেখানে এডিস মশার প্রজনন বেশি হয় সেখানে তারা নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন। মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী মশা যাতে না জন্মায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নিবিড় তদারকিসহ বিমানবন্দর এলাকায় Mosquito Trap প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন।

১.১১ জনাব মোঃ সাইদুর রশিদ, উপসচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন, রেলের আবাসনে ফগার মেশিনের মাধ্যমে নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মশক নিধন কার্যক্রমে তাদের লোকবলের কিছু ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তার জন্য অনুরোধ করেন।

১.১২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ডাঃ ইকরামুল হক সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর তথ্য নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করে তা নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ই-মেইল পাঠানোর জন্য পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ওতপ্রতোভাবে সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় রেখে তাদের কাজ করে যাচ্ছে মর্মে তিনি জানান।

এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হলে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ এবং যেসকল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করবে না তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

১.১৩ জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনায়, সঠিক কর্মপরিকল্পনায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের প্রচেষ্টায় ডেঙ্গু নিরসনকল্পে ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্পের মাধ্যমে বাগানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বাসা-বাড়ীতে লার্ভা জন্মানোর স্থানে কীটনাশক প্রয়োগ এবং মশক নিধনের জন্য নগরবাসীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া জনসচেতনতা তৈরীর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষকদের যে প্রশিক্ষণে প্রদান করছেন তাতে এডিস মশা নিধনের বিষয়টিও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১.১৪ জনাব কাজী মোহাম্মদ হাসান, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভাকে জানান, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে তাদের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর আওতাধীন এলাকায় প্রতিটি ইউনিটে টিম গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সকল এলাকায় নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। ২০২২ সালে জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর

সংখ্যা ৪৮ জন। এছাড়া পরবর্তীতে তারা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

১.১৫ মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ডেঙ্গু মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা এবং বছরব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। হাসপাতালসমূহে সনাক্তকৃত/ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া যেসকল ছাদবাগান অপরিস্কার রয়েছে সেখানে ফুলের টবে পানিতে লার্ভা দমন প্রতিরোধে নিয়মিত কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর আওতাধীন এলাকাসমূহ যেখানে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মশক নিয়ন্ত্রণে স্ব স্ব উদ্যোগে তাদের দায়িত্ব পালন করবে অথবা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। সর্বোপরি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে সিটি কর্পোরেশনসমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। রাজধানীতে অধিকতর ডেঙ্গু আক্রান্ত স্পট সমূহ চিহ্নিত করে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।
০২	ক) হাসপাতালসমূহ কর্তৃক সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) যেসকল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করবেনা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। ২। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৩	জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহের চলমান প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কমিটি গঠনপূর্বক কমিটির তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪	এডিস মশা নিধনের কার্যক্রম হিসেবে এবং জনগণকে অধিক সচেতন করার জন্য নির্মাণাধীন স্থাপনার সামনে মশার উৎসস্থল ধ্বংসের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ একটি সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।
০৫	(ক) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,

	মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্তাসমূহ এবং অন্যান্য বেসরকারি দপ্তরের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিয়মিত কার্যকর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) রেলওয়ের পরিত্যক্ত ওয়াগন, টায়ার, থানাসমূহে মামলার আলামত হিসাবে জব্দকৃত যানবাহনসহ লার্ভা জন্মায় এ ধরণের স্থাপনা ধ্বংস/নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	৩। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ৪।ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে, ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ৭। জননিরাপত্তা বিভাগ।
০৬	(ক) হযরত শাহজালার আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর এলাকায় মশার প্রজনন রোধে কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ, নিবিড় তদারকিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিমানের পরিত্যক্ত টায়ারসহ এডিস মশা প্রজননের সকল উৎসস্থল ধ্বংস করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ২। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ৩। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৭	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকাধীন স্থাপনাসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে অথবা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সভা করার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। উল্লিখিত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য অত্র বিভাগে প্রেরণ করবে।	১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ২। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।
০৮	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে মশক নিধনের বিষয়ে (ছাদবাগান ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে। (খ) জনসাধারণের সহজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে Over The Counter ক্রয়ের মাধ্যমে মশক নিধনে ব্যবহৃত কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করতে হবে। (গ) রাজধানীতে ছাদবাগানসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখাসহ ফুলের টবে এডিস মশা প্রজননে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত লার্ভিসাইড/কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।	১। কৃষি মন্ত্রণালয়, ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৯	এডিস প্রজননে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎসাহিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।

৩. সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-১৭/০৮/২০২২খ্রি:
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০১.২১-**১৫৩ (১/১০০)**

তারিখ: ০৬ ভাদ্র ১৪২৯ / ২১ আগস্ট ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (সদয় জ্ঞাতার্থে)
৪. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে এ বাংলা নগর, ঢাকা।
১৬. সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৯. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা।
২১. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২৬. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
৩১. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩২. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, সেতু বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা।
৩৭. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪১. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪২. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৩. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৪. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৫. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪৭. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪৮. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৯. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৮. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৯. বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
৬০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৬১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা/ খুলনা ওয়াসা।
৬২. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬৩. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৪. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬৬. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
৬৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
৬৮. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬৯. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরানবাজার, ঢাকা।
৭০. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৭২. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
৭৩. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭৪. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৭৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৭৭. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
৭৮. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৭৯. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)
৮০. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ........................... (সকল)।
৮১. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮২. জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
৮৩. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
৮৪. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২/ জেলা পরিষদ/ পৌর-১/ পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮৫. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... বিভাগ (সকল)।
৮৬. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ....(সকল)।
৮৭. মেয়র, ... পৌরসভা (সকল)
৮৮. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৯. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

27.06.2022

শাফিয়া আক্তার শিমু
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৬৭৭
ই-মেইল: urbandevelopment2@lgd.gov.bd